গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়
জীবননগর, চুয়াডাঙ্গা
www.jibannagar.chuadanga.gov.bd

নম্বর-০৫.৪৪.১৮৫৫.০০০.৯৬.০১৬.২৪. ৯২

তারিখ: ০২ মাঘ, ১৪৩০ / ১৬ জানুয়ারি, ২০২৪

ইজারা বিজ্ঞপ্তি

এ উপজেলার নিবন্ধিত সকল প্রকৃত মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি/যুব মৎস্যজীবী সমবায় সমিতিকে অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, সরকারি জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতি, ২০০৯ এর অনুচ্ছেদ ৬ এবং ভূমি মন্ত্রণালয়ের ০২-১১-২০২৩ তারিখের ৩১.০০.০০০০.৫০.৬৮.০২০.০৯(অংশ-১) ৬৬২(৯৭৮) নং প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী ২০ একরের নিম্নের নিম্নবর্ণিত বদ্ধ জলমহালগুলি ১৪৩১ হতে ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ পর্যন্ত ০৩(তিন) বছর মেয়াদে ইজারা প্রদান করা হবে। ইজারা গ্রহণে আগ্রহী সমিতিকে প্রয়োজনীয় তথ্য ও দলিলাদিসহ ০৯ মাঘ, ১৪৩০ বঙ্গাব্দ হতে ০৩ ফাল্গুন ১৪৩০ বঙ্গাব্দ (২৩ জানুয়ারী হতে ১৬ ফেব্রুয়ারি,২০২৪ তারিখের মধ্যে শর্ত সাপেক্ষে অনলাইনে (Online) আবেদন/দরপত্র দাখিল করার জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে। উল্লিখিত সময়ের পর আর কোন আবেদন গৃহীত হবে না। দরপত্র/আবেদন ফরম দরপত্র দাখিলের পূর্বদিন পর্যন্ত অফিস চলাকালীন সময়ে জেলা প্রশাসক, চুয়াডাঙ্গা মহোদয়ের রাজস্ব শাখা এবং নিম্নস্বাক্ষরকারীর কার্যালয় হতে নির্ধারিত ৫০০(পাঁচশত) টাকা মূল্যের ব্যাংক ড্রাফট/পে-অর্ডারের বিনিময়ে (অফেরতযোগ্য) ক্রয় করা যাবে। উল্লেখ্য, জলমহালটি সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য অত্র কার্যালয় হতে প্রত্যেক কার্যদিবসে অফিস চলাকালীন সময়ে জানা যাবে এবং ইজারার অন্যান্য শর্তাবলী ইজারার আবেদন ফরম/দরপত্রের সাথে সংযুক্ত থাকবে।

ক্রঃ নং	জলমহাল এর নাম	মৌজার নাম	জলমহালের তফশিল						সরকারি ধার্য ইজারা মূল্য
			এস এ রেকর্ডানুযায়ী			আর এস রেকর্ডানুযায়ী			
			খঃ নং	দাগ নং	জমির পরিমাণ	খঃ নং	দাগ নং	জমির পরিমাণ	
০১.	মানিকপুর দহ	রাজাপুর	০১	২৭০	৪.২১	০১	৩৬১	৪.২১	৩৮,৮৫০/-
০২.	ভড়ভড়িয়া	বেনীপুর	০১	৪২৪	১০.১২	০১	৫৫৭	১০.১২	১,৩৭,৫৫০/-
০৩.	ভোগের বিল	শ্রীরামপুর	০১	৭৪৩	১১.২৮	০১	১২৭০ ১২৭১ ১২৭৯	১১.২৮	১,৪৯,৬২৫/-
০৪.	পাঁকা বিল	পাঁকা	৫৬	১৫৫১	৮.০০	০১	২৩৬৯	৮.০০	৮৪,০০০/-
০৫.	পৈতোর বিল	হাবিবপুর	১১ ও ১২	৫৯৭	(৪.৮৩ + ৪.৮২) = ৯.৬৫	০১	৫৬৩	৯.৬৫	১,০৫,০০০/-

০২. উল্লেখ্য,

(ক) যদি কোন মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি সরকারের নির্ধারিত সময়ের পর আবেদন করেন, তবে তার আবেদন অগ্রহণযোগ্য মর্মে বিবেচিত হবে;

(খ) উপর্যুক্ত জলমহালটির জমাজমি সিএস/এসএ রেকর্ডে যাহাই থাকুক না কেন বর্তমান প্রচলিত আরএস রেকর্ড অনুযায়ী প্রযোজ্য হবে এবং যেখানে যে অবস্থায় রয়েছে, সে অবস্থা দেখে-শুনে / জেনে-শুনে আবেদন করতে হবে। পরবর্তীতে এ বিষয়ে কোন আপত্তি /ওজর গ্রহণযোগ্য হবে না;

(গ) অনলাইনে আবেদন দাখিল সংক্রান্ত নির্দেশিকা অনুযায়ী নিবন্ধিত মৎস্যজীবী সমবায় সমিতির সভাপতি/সম্পাদককে ভূমি মন্ত্রণালয়ের www.land.gov.bd অথবা jm.lams.gov.bd ওয়েবসাইটে আবেদন দাখিল করতে হবে।{নির্দেশনা: **www.land.gov.bd অথবা jm.lams.gov.bd → জলমহাল ইজারা ব্যবস্থাপনা → জলমহাল ইজারার জন্য আবেদন করুন → (১) নিবন্ধন করুন → (২) প্রোফাইল ভেরিফিকেশন → (৩) আবেদনের তথ্য → (৪) আবেদন সংযুক্তি}** ।

(ঘ) অনলাইনে আবেদন দাখিলের পর আবেদনে বর্ণিত তথ্যাদির গোপনীয়তা প্রযুক্তিগতভাবে আবেদন দাখিলের শেষ সময়সীমা পর্যন্ত সংরক্ষিত হবে। তবে আবেদন দাখিলকারী আবেদন দাখিলের পর আবেদনের সকল তথ্যাদির প্রিন্টিং কপি সংগ্রহ করতে পারবেন;

(ঙ) অনলাইনে আবেদন দাখিলের শেষ সময়সীমার পরবর্তী ০৩(তিন) কার্যদিবসের মধ্যে আবেদনের সকল তথ্যাদির প্রিন্টিং কপিসহ জলমহাল ইজারার জন্য জামানতের ব্যাংক ড্রাফট/পে-অর্ডারের মূলকপি সীলগালাকৃত মুখবন্ধখামে নিম্নস্বাক্ষরকারীর অফিসের নির্ধারিত বাক্সে দাখিল করতে হবে। সীলগালাকৃত উল্লিখিত খামের উপরিভাগে **'জলমহাল ইজারা প্রাপ্তির জন্য আবেদনের অনলাইন প্রিন্টেড কপি'** কথাগুলো স্পষ্টভাবে লিখতে হবে এবং খামের বামপার্শ্বে নিম্নভাগে সমিতির নাম ও ঠিকানা লিখিত থাকতে হবে;

(চ) নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে অনলাইনে দাখিলকৃত সকল আবেদন যাচাই-বাছাইঅন্তে 'উপজেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটির সুপারিশ ও সিদ্ধান্তক্রমে ইজারা প্রদান করা হবে ;

(ছ) অনলাইনে দাখিলকৃত তথ্যাদি এবং প্রিন্টিং কপি হিসেবে দাখিলকৃত তথ্যাদির মধ্যে তারতম্য পরিলক্ষিত হলে অনলাইনের তথ্যাদি সঠিক মর্মে বিবেচিত হবে;

১৬/০১/২৪

হাসিনা মমতাজ
উপজেলা নির্বাহী অফিসার
জীবননগর, চুয়াডাঙ্গা
ও
সভাপতি
উপজেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি
☎ ০৭৬২৪-৭৫০০১
unojibannagar@mopa.gov.bd

(চলমান পাতা নং-০২)

নম্বর-০৫.৪৪.১৮৫৫.০০০.৯৬.০১৬.২৪.৯২(১৫)

তারিখ: ০২ মাঘ, ১৪৩০ / ১৬ জানুয়ারি, ২০২৪

অনুলিপি সদয় জ্ঞাতার্থে :

০১। মাননীয় সংসদ সদস্য, চুয়াডাঙ্গা -২ ও উপদেষ্টা (১), উপজেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি, জীবননগর, চুয়াডাঙ্গা।
০২। জেলা প্রশাসক, চুয়াডাঙ্গা।
০৩। চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ ও উপদেষ্টা (২), উপজেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি, জীবননগর, চুয়াডাঙ্গা।
০৪। অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাঃ), চুয়াডাঙ্গা।
০৫। জেলা মৎস্য কর্মকর্তা, চুয়াডাঙ্গা।

অনুলিপি অবগতি ও বহুল প্রচারের জন্য প্রেরণ করা হলো।

০৬। সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, জীবননগর, চুয়াডাঙ্গা।
০৭। উপজেলা কৃষি অফিসার, জীবননগর, চুয়াডাঙ্গা।
০৮। অফিসার-ইন-চার্জ, জীবননগর থানা, জীবননগর, চুয়াডাঙ্গা।
০৯। উপজেলা সমবায় অফিসার, জীবননগর, চুয়াডাঙ্গা।
১০। উপজেলা সমাজসেবা অফিসার, জীবননগর, চুয়াডাঙ্গা।
১১। উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা, চুয়াডাঙ্গা।
১২। সহকারী প্রোগ্রামার, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর, জীবননগর, চুয়াডাঙ্গা। তাকেঁ উল্লিখিত বিজ্ঞপ্তিটি এ কার্যালয়ের ওয়েব সাইটে প্রকাশ করার জন্য অনুরোধ করা হলো।
১৩। চেয়ারম্যান, ...ইউনিয়ন পরিষদ। উপজেলা- জীবননগর, জেলা: চুয়াডাঙ্গা।
১৪। ইউনিয়ন ভূমি সহকারী কর্মকর্তা,.....ইউনিয়ন ভূমি অফিস, উপজেলা: জীবননগর, জেলা : চুয়াডাঙ্গা।
১৫। সভাপতি/সম্পাদক, ...মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি লিমিটেড, সাং- উপজেলা-জীবননগর
জেলা- চুয়াডাঙ্গা।
১৫। অত্রাফিসের নোটিশ বোর্ড।

১৬/০১/২৪

হাসিনা মমতাজ
উপজেলা নির্বাহী অফিসার
জীবননগর, চুয়াডাঙ্গা।
☎ ০৭৬২৪-৭৫০০১
unojibannagar@mopa.gov.bd

শর্তাবলী

১। যুব মৎস্যজীবীদের নিবন্ধিত সমিতি অগ্রাধিকার পাবে;
২। নির্দিষ্ট জলমহালের নিকটবর্তী বা তীরবর্তী প্রকৃত মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি লিঃ যা সমবায় অধিদপ্তরে নিবন্ধিত সেই সমিতি বা সমিতিসমূহ নির্দিষ্ট বা তীরবর্তী জলমহাল ব্যবস্থাপনার জন্য আবেদন করতে পারবেন। কোন ব্যক্তি বা অনিবন্ধিত সংগঠন আবেদন করতে পারবেন না।
৩। যদি উক্ত সমিতিতে প্রকৃত মৎস্যজীবী ব্যতীত অন্য কোন সদস্য থাকে বা কার্যনির্বাহী কমিটিতে এমন সদস্য থাকেন যিনি প্রকৃত মৎস্যজীবী নন তবে উক্ত সমিতি জলমহাল ইজারার জন্য আবেদন করতে পারবেন না;
৪। প্রকৃত মৎস্যজীবীদের সমিতি যারা সমাজসেবা অধিদপ্তরের নিবন্ধিত যেখানে প্রকৃত মৎস্যজীবী ব্যতীত অন্য কোন সদস্য নেই তারাও আবেদনে অংশগ্রহণের জন্য উপযুক্ত হিসেবে বিবেচিত হবেন;
৫। সমিতি কার্যকর আছে তার প্রমাণস্বরূপ জেলা বা উপজেলা সমবায় কর্মকর্তা/সমাজসেবা কর্মকর্তা কর্তৃক **দুই বছরের অডিট রিপোর্ট ও প্রত্যয়ন পত্র** আবেদনের সাথে দাখিল করতে হবে। তবে নতুন নিবন্ধিত সমিতির ক্ষেত্রে এ ধরণের প্রমাণের দরকার হবে না।
৬। নিকটবর্তী সংগঠন/সমিতি না পাওয়া গেলে পার্শ্ববর্তী উপজেলা/ জেলার সমিতি সংগঠন বিবেচনায় আনা হবে;
৭। কোন সমিতির নিকট সায়রাত মহালের ইজারা মূল্য বকেয়া থাকলে উক্ত সমিতির "আবেদন পত্র/দরপত্র" গ্রহণযোগ্য হবে না;
৮। আবেদন পত্র দাখিলের সময় **প্রকৃত মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি/সংগঠন তাদের সদস্যদের ও নির্বাহী সদস্যদের নামের তালিকা(পূর্ণাঙ্গ ঠিকানা ও সত্যায়িত ছবিসহ) সংযুক্ত করবেন ;**
৯। সমিতির দেওয়া তালিকায় সকলে মৎস্যজীবী কিনা সেবিষয়ে উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা কর্তৃক প্রদত্ত 'প্রত্যয়নপত্র' সংযুক্ত করতে হবে;
১০। আবেদনকারীকে তার আবেদনের সাথে বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত সংশ্লিষ্ট জলমহালের ইজারা মূল্যের **২০% অর্থ** সরকারি তফশিলভুক্ত ব্যাংক হতে ব্যাংক ড্রাফট/পে-অর্ডার আকারে উপজেলা নির্বাহী অফিসার, জীবননগর-এর অনুকূলে জামানত হিসেবে দাখিল করতে হবে। যা লীজ প্রাপ্ত সমিতির শেষ বছরের ইজারা মূল্যের সাথে সমন্বয় করা হবে। লীজপ্রাপ্ত হয়নি এমন সমিতির ব্যাংক ড্রাফট/পে-অর্ডার তাদের আবেদনের প্রেক্ষিতে ফেরত প্রদান করা হবে;
১১। আবেদনকারীকে জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য সচিবের সীল ও স্বাক্ষর সম্বলিত নির্দিষ্ট ফরমে নিম্নোক্ত কাগজপত্রসহ আবেদন করতে হবে;
১২। **ক) সংগঠন/সমিতির নির্বাচিত কমিটির তালিকা, খ) সংগঠন/সমিতির গঠনতন্ত্রের কপি, গ) ব্যাংক একাউন্টের লেনদেন সংক্রান্ত প্রত্যয়ন, ঘ) সংগঠন/সমিতির সভাপতি ও সম্পাদকের সত্যায়িত ছবি এবং ঙ) সংশ্লিষ্ট জলমহালে ০৩(তিন) বছর মেয়াদী মৎস্য চাষ/উৎপাদন/সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার**

১৩। উপজেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটির সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে বৈধ আবেদনকারী/দরদাতাকে ১ম বছরের সাকুল্য ইজারা মূল্য, ১৫% ভ্যাট ও ১০%আয়করসহ তার অনুকূলে সিদ্ধান্ত প্রদানের ১৫(পনের) কর্মদিবসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট কোডে জমা প্রদান করতে হবে। অন্যথায় আবেদন পত্রের সঙ্গে দেয় জামানত বাবদ অর্থ সরকারি অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করা হবে;

১৪। ইজারার অর্থ আংশিক বা কিস্তিতে পরিশোধ করা যাবে না;

১৫। লীজপ্রাপ্ত আবেদনকারী/ইজারাগ্রহীতাকারী কর্তৃক সম্পূর্ণ টাকা পরিশোধের পর **৩০০/-(তিনশত)** টাকার নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে কর্তৃপক্ষের সাথে চুক্তিনামা সম্পাদন করতে হবে **(ইজারাগ্রহীতার নিজ উদ্যোগ ও খরচে)** এবং চুক্তিনামা সম্পাদিত হওয়ার পরই কেবলমাত্র জলমহালের দখল হস্তান্তর করা হবে;

১৬। ইজারা সংক্রান্ত নীতিমালা সরকারি জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতি, ২০০৯ এবং সময়ে সময়ে জারীকৃত সরকারি বিধানসমূহ ইজারাগ্রহীতাকে অবশ্যই মেনে চলতে হবে;

১৭। ইজারার মেয়াদকাল ০১ বৈশাখ, ১৪৩১ হতে ৩০ চৈত্র, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ পর্যন্ত কার্যকর হবে এবং চুক্তিপত্র দলিল সম্পাদনের পূর্বে জলমহালের দখল দেয়া হবে না। আবেদন/ইজারা অনুমোদন প্রাপ্তির ক্ষেত্রে বিলম্ব হলে এ বিলম্বের কারণে কোনভাবেই ইজারা মেয়াদকাল বর্ধনের আবেদন গ্রহণযোগ্য হবে না। বছরের যে কোন সময় টেন্ডার আহ্বান করা হলেও ইজারার মেয়াদকাল ০১ বৈশাখ ১৪৩১ বঙ্গাব্দ হতেই কার্যকর মর্মে গণ্য হবে;

১৮। ইজারাকৃত জলমহালের ২য় ও ৩য় বছরের ইজারা মূল্য, ১৫%ভ্যাট ও ১০%আয়করসহ পূর্বের বছরের ১৫ চৈত্রের মধ্যে পরিশোধ করতে হবে। অন্যথায় স্বয়ংক্রিয়ভাবে ইজারা বাতিল মর্মে গণ্য হবে;

১৯। অসম্পূর্ণ, ত্রুটিপূর্ণ, ঘষামাজা/কাটাকাটি/ ফ্লুইড দেয়া আবেদনপত্র/দরপত্র বাতিল হবে;

২০। কোন মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি দু'টির অধিক জলমহাল ইজারা/বন্দোবস্ত পাবে না;

২১। লীজকৃত জলমহাল কোন অবস্থাতেই সাব-লীজ/অন্য কোন ব্যক্তি/গোষ্ঠীর কাছে হস্তান্তর করা যাবে না। সাব-লীজ/ হস্তান্তর করা হলে ইজারা বাতিল করা হবে;

২২। কর্তৃপক্ষ কোন কারণ দর্শানো ব্যতীরেকেই দাখিলকৃত যে কোন আবেদন পত্র গ্রহণ বা বাতিল করার ক্ষমতা সংরক্ষণ করে;

২৩। জলমহালের জমাজমি সিএস/এসএ রেকর্ডানুযায়ী যাহাই থাকুক না কেন বর্তমানে প্রচলিত আরএস রেকর্ডানুযায়ী জলমহালের দখল প্রদান করা হবে। জলমহালের জমাজমি যেখানে যে অবস্থায় আছে, সে অবস্থায় গ্রহণ করতে হবে এবং আবেদনকারী জলমহালটি সরেজমিনে পরিদর্শন/ দেখেশুনেই আবেদন করবেন। পরবর্তীতে জলমহালটির বিষয়ে কোন আপত্তি/ওজর গ্রহণযোগ্য হবে না;

২৪। ইজারাকালীন সময়ে কোন জলমহালে সরকারের উন্নয়ন কাজে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা যাবে না। উন্নয়ন কাজের সময় মৎস্য চাষে কোন ক্ষতিসাধন হলে তদবাবদ কোন ক্ষতিপূরণ বা সময় বর্ধিতকরণের জন্য কোন আবেদন করা যাবে না। এ বিষয়ে কোথাও কোন আবেদন করা হলে আইনত তা অগ্রাহ্য হবে;

১৪/০১/২৪

হাসিনা মমতাজ
উপজেলা নির্বাহী অফিসার
জীবননগর, চুয়াডাঙ্গা।